প্রেতপুরী।

কালের বিচার, ঋপুর ধাঁধা, পরকাল,

আর তার সঙ্গে

প্রেততত্ত্ব, মেস্‌মেরিজম্‌, ভৌতিক যন্ত্রের

শিক্ষা, পরীক্ষা ও প্রমাণ

৬৩ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট

থিয়সফিষ্ট হল হইতে

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার হালদার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০ সাল।

আশীর্ব্বাদ

আঁখি ভরা জল লয়ে, কেন চেয়ে থাক,—
আকাশের পানে।
আছ তুমি, শূন্য আশা, শূন্য তেজ, ভাঙা মন নিয়ে,।
সে তোমার এ, সকলই ত জানে।
বুক চাপা রুদ্ধশ্বাস রেখেছ যাহার তরে,—
সে ত আর ফিরেও আসবে না।
তোমার শুধু হাহাকার সার, কান্না কাটী ,—
সেখানকার কেহই ত কাঁদে না।
তাই বলি খুলে কেন ভেক, বেরিয়ে যাক হাওয়া .
এ সব ভূতের খেলা বৈ ত নয়,
কেবল আশা, আর যাওয়া।

প্রেতপুরী।

প্রথম কথা

মানুষ মরিয়াও কোথাও যায় না, থাকিয়াও এক স্থানে থাকেনা। যেমন পরিবর্ত্তনের নিয়ম এ জগতে চিরদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, মানুষও সেই নিয়মের অধীন। এমত স্থলে জীবাত্মা আছে কি না, তাহা লইয়া একটা তর্ক বিতর্ক, বা ইংরেজি বাঙ্গালা শাস্ত্র হইতে রাশি রাশি প্রমাণ উদ্ধার, নিতান্ত সময় নষ্ট বলিয়া মনে হয়। এ গ্রন্থ হিন্দুর পাঠ্য, হিন্দুর জন্যই লিখিত, সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকটে জীবাত্মার থাকা না থাকা বিষয়ে তর্কবিতর্ক করা দারুণ ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়।

হিন্দুর আর কোনও শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক, পরকাল সুতরাং পরকালের ভোক্তা যে জীবাত্মা, আবাল বৃদ্ধ বণিতা, তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস করে। যে পরকালের মঙ্গলের জন্য হিন্দুর জপ তপ সাধনা ভাবনা, যে পরকালের জন্য লক্ষপতির ব্রতোপবাস, যে পরকালের চিন্তায় বিলাসের অঙ্কশায়িনী যুবতী কামিণীগণের বিলাস কৌতুক ভুলিয়া বারব্রতাদির অনুষ্ঠান, সে পরকাল আছে [illegible] না, সে সম্বন্ধে কোনও তর্ক উঠিতে পারে না। হিন্দুর সকলই পরকাল ভাবিয়া। হিন্দু পরকাল রক্ষার জন্য ঐহিক সুখ অনায়াসে অক্ষুদ্ধ চিত্তে উৎসর্গ করিতে পারে। পুরাণ ইতিহাস যাহার সাক্ষী, প্রবাদ প্রসঙ্গ যাহার প্রমাণ, ধর্ম্মার্জ্জনই ইহজগতের প্রধানতম কর্ম্ম বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা আমাদের এ তত্ত্ব অনায়াসে বুঝিবেন।

আমরা আজ যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহার সমস্ত প্রসঙ্গই পরকাল ও জীবাত্মা লইয়া। অতএব বিশ্বাসীর নিকট আমাদের একাটি কথাও যে বিফলে যাইবে না, তাহা নিশ্চয়।

ভগবান, যিনি ইহ সংসারের নিয়ন্তা, তিনিই সকল সিদ্ধির মূল। অতএব যে কোনও কার্য্য সাধন কালে, যে কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে, অধিক কি, যে কোনও চিন্তাকালে তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষা করিবে। বিশ্বেশ্বরের কৃপায় এ সংসারে সকল অসম্ভব ও সম্ভব হইতে পাবে। অতএব সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পন করিতে ভুলিবে না।

ভগবান! তুমি যাহাকে যেমন করাও, সে ত তাহাই ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃত্বের প্রসঙ্গ তুলিতে পাবে না। তুমি যাহাকে কর্ম্মশীলতা দাও, সেই ত এ সংসারে কর্ম্মীর প্রধান। অতএব তোমার কৃপা ভিন্ন ভগবান, কে এ জগতে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়? অতএব যাহারা এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে যাইবে, তুমি তাহাদের সহায় হইও। এ তোমারই বিভূতি প্রকাশ বৈত নয়। তুমি যাহার হৃদয়ে যেরূপ ভাবে আত্মবিকাশ কর, সে ত তাহার অতীতে যাইতে পারে না। আমরা তোমার সকামী সান্তান। এ নিষ্কামতার তরঙ্গে আমরাই কেবল উজান বহিতেছি। অথবা অন্তরের দিকে চাহিলে আমাদের দলই হয ত অনুপরমাণু কম পূরা ষোল আনা। অতএব দয়ার অবতার! আমাদের সিদ্ধি দাও।

যং শৈবা সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ
অর্হ ন্নিত্যথ শাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিত ফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ।

মৃত্যু কি?

মানব এ সংসারে আইসে, নূতনত্ব প্রকটন করিতে। এ নূতনত্ব প্রকটনে তাহার স্বার্থ কি, নূতনত্বের উদ্দেশ্য কি, এবং ইহসংসারে এ নূতনত্বের স্বার্থকতাই বা কি, তাহা সে জানে না। নূতনত্ব প্রকটন করে মানব, কিন্তু সে নূতনত্ব, প্রকটনকারীর অপেক্ষা রাখে না। ক্রিয়া, কর্ত্তার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বয়ংই বরং কৃত হয়, কর্ত্তা অনাসঙ্গ ভাবে ক্রিয়ায় যোগ দিয়া কৃতকার্য্যতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে মাত্র। পরন্তু এ বিধানে মানবের কৃতকার্য্যতা কিছুই নাই।

এ নূতনত্বের শ্রেণী নির্দ্দেশ হয় না। কেননা, এ সংসারের কোনও দুই বস্তু এক নহে। আপাতদৃষ্টিতে যাহা এক বলিয়া বোধ হয়, অভ্যন্তর দেখিতে গেলে নানা অনৈক্য তখন দেদীপ্যমান নয়নগোচর হইতে থাকে। যাহা বস্তুগত্যা ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট, তাহার কখনও শ্রেণী নির্দ্দেশ হইতে পারে না; সুতরাং ইহজগতের তাবৎ বস্তুই নূতনত্বে পূর্ণ; তবে যে নূতনত্বের শ্রেণী নির্দ্দেশ, তাহা অতি স্থূল। সেই নূতনত্বের যে বাহ্যদৃশ্য এবং সেই বাহ্যদৃশ্যের যে রূপান্তর বা প্রকৃতি বিপর্য্যয়, তাহার নাম অবস্থা। মানব প্রকৃতির অঙ্কে যখন যে ভাবে নূতনত্ব প্রকটন করে, তখন সেই ভাবাদির অবস্থা সংযোগে, এক এক নামে নামিত হয়। সেই অবস্থা পর্য্যায়ের নামই বাল্য কৈশোর প্রভৃতি দশা বা অবস্থা।

পাশ্চাত্য প্রদেশের জনৈক তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত মানবের দশ দশা সম্বন্ধে এক অতি আশ্চর্য্যজনক অভিনবতত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন, বয়স ও দেহ মনের অবস্থানুসারে যেমন বাল্যকৈশোর ইত্যাদি দশ অবস্থা; তদ্রূপ প্রতি অবস্থায় আবার সূক্ষ্মরূপে দশ অবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। (ক) আত্ম সম্মান ও আত্মনির্ভরতা ভুলিয়া মানব যখন পর কর্তৃক লালিত হইতে ক্ষুব্ধ না হয়, তখন তাহার বাল্য অবস্থান;

(খ) মানব যখন সংসারের বাহিরে আসিয়া এবং সংসারের বাধাবিঘ্ন, সুবিধা সুযোগের দিকে লক্ষ্য করিয়া, নানা দেশহিতকর কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে যায়, তখন তাহার কৈশোর অবস্থা, (গ) ঐ সকল আত্মোৎসর্গের পরিণাম যখন কেবল রাশি রাশি অকৃতকার্য্যতা টানিয়া আনে, আপনাকে উৎসর্গ করিতে চাহিলেও যখন কেহ লইতে চাহে না, উদ্দেশ্য সাধনে হতাশ হইয়া যখন আত্ম প্রতি দৃষ্টিপাতের অবসর হয় না, কেবল উদ্দিষ্ট কার্য্যের অপকারিতা মাত্র হৃদয়ে পুনঃপুনঃ উঠিতে পড়িতে থাকে, তখন প্রৌঢ় অবস্থা ; (ঘ) অহঙ্কার, দম্ভ, তেজঃ, সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি সিপাহীরা যখন হিতাহিত জ্ঞান, ধৈর্য্য ও সামঞ্জস্যের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বস্ব প্রাধান্য কীর্ত্তনে স্বস্ব তাবৎ যত্ন পর্য্যবসিত করিতে লালায়িত হয়, তখন যৌবন ; (ঙ) প্রৌঢ়ের হতাশবিশুষ্ক হৃদয় যখন ইন্দ্রিয় মনাদিকে শুষ্ক করিয়া দিয়া সংসারের নশ্বরতা ঘোষণা করে, ক্ষমতা, বুদ্ধি, ও জ্ঞান, এ তিনের অসদ্ব্যবহার হেতু যখন মানসিক স্ফূর্ত্তি ও দৈহিকশক্তি ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান করিতে থাকে, যখন 'উৎপাটয়ামি গিরি শৃঙ্গ বৃক্ষম্' এ সকল খেয়াল ভুলিয়া 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা' আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বৃদ্ধ।

এই গেল দৈহিক অবস্থা পঞ্চ। ইহার আনুসঙ্গি আরও আছে, ভাব পঞ্চ। (১) পরকীয় মস্তকে হস্ত পরামর্শ করিতে পারিলেই যখন ক্ষুধা নামক রাক্ষসীর ষোড়শোপচার পূজা জুটিয়া যায়, তখন নিদ্রিত ভাব। এ ভাব বাল্য অবস্থার দোসর।*

পৈত্রিক সম্পত্তিতে সম্পত্তিবানগণও নিদ্রিত। এ সকল কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গার্থ অনেক ছাগশিশু উৎসর্গ করিতে হয়। (২) আশা যখন মধুর গুঞ্জনে দুই একটি অস্ফুট অস্পষ্ট ঈঙ্গিতে মানবকে সুখের আভাস দিয়া শোঁ করিয়া চলিয়া যায়, নিদ্রিত মানব তখন মোহের সংবেশে আলস্য শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বইসে। এ ভাবের নাম জাগ্রৎ।

---

* একথাটা বিলাতি লোকের পক্ষে তত খাটেনা, যত খাটে আধুনিক বঙ্গবাসীর প্রতি। বাঙ্গালী পরের মাথায় কাটাল ভাঙ্গিতে যত মজবুত, এমন আর কোন জাতি নয়।

কৈশোর ইহার মন্ত্রী। (৩) আশা যে বহুদিন বিস্মৃত নষ্টস্বপ্নার্দ্ধবৎ বিনোদ গতি শুনাইয়া গিয়াছে, সংসারের বিভ্রান্ত সংসারীরা তাহার অবশিষ্টাংশ গাহিয়া দিল! তাহাদের অনুকূল চিন্তাও জ্ঞানের দূরদৃষ্টি, ত্রিকালদর্শীগণ হইতে যেন সীমাহীন! আত্মম্ভরিতার পরিচ্ছদে আবৃত আত্মশক্তি দিয়া তাহারা বিধাতৃ বিধানও যেন নূতন করিয়া গড়িতে পারে; অহং-জ্ঞানসংশ্লিষ্ট তোজোগর্ব্ব জগতকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং এই বিশ্বরাজ্যের অভিনব সৃজনে যেন সিদ্ধ হস্ত! এ সকলের সমবেত যত্নে জাগ্রৎ মানব অদূরে দেখিল, আশাতীত সুন্দর, ধারণাতীত মনোহর, সীমাতীত মুগ্ধকর সুখের ভাণ্ডার পুরোভাগে যেন তাহারই জন্য সজ্জিত, যেন অযাচিতভাবে তাহার চরণে লুটাইতে তাহারই দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; একবার অনুমতির অপেক্ষা মাত্র। মানব আর কি স্থির থাকিতে পারে? আপনার ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট জ্ঞান, মোহের আবেশে ডুবাইয়া দিয়া লুব্ধ সুখের আশায় মুগ্ধমানব দারুণ ছুট দিল! কিন্তু হায়! যত ছুট—তত দূর! মানব ছুটিয়া যায় দশ হাত, সুখের ভাণ্ডার সরিয়া যায় বিশ হাত! সচল মানব যত ছুটে, একটা অবস্তু, একটা অবস্থা ছুটে তাহার দ্বিগুণ! মানব অবাক! এ ভাবের নাম,ভ্রান্ত। ইহার অনুকূল অবস্থা যৌবন। (৪) আর কত ছুটাছুটি চলে? প্রকৃতি যথায় অনন্ত গতি শালিনী, তথায় দৌড়াদৌড়ির সীমা আছে কি? ছুটাছুটিতে তেজোহ্রাস হইল, নিশ্বাস ঘন ঘন বহিল, ভ্রান্ত বিভ্রান্ত মানব সুখের আশায় হতাশ হইয়া, উৎসাহ তেজোদর্প অহংকার হারাইয়া এক গাছতলায় বসিয়া পড়িল! শ্রমে দেহ শ্রান্ত, চিন্তায় মন অবসন্ন, বৃক্ষটি তিতিক্ষা। সাদা কথায় "দূর কর ছাই!" মানব তিতিক্ষার ছায়ায় বসিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে সুখস্মৃতির উদ্দেশে বলিল "দূর কর ছাই!" অমনি নিদ্রা! এ নিদ্রা সুখনিদ্রা নয়, তখনও সুখস্মৃতির সুখস্বপ্ন আছে। এ অবস্থা সুপ্ত, ইহার অনুচর প্রৌঢ়! (৫) এই সুখস্মৃতি যখন ফুরায়, মায়া মোহ যখন 'দূর কর ছাই' এই সুন্দর অভিনন্দনে দূরে পলায়, তখন কার ভাবের নাম জড়তা; ইহার সহচর বার্দ্ধক্য। এই জড়তা হইতে

আবার জীবপ্রবাহ। সেই জীবপ্রবাহে, এই ভাবপঞ্চ ও অবস্থা পঞ্চের প্রকটন।

এ লেখকটি জর্ম্মণ। একজন ইংরাজ ইহার দর্শনশাস্ত্র সমালোচনার সহিত অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদক একজন রসীক পুরুষ। তিনি মূল পুস্তকের টিকায় ঐ অবস্থা পঞ্চের সহিত প্রবৃত্তিপঞ্চ জুড়িয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, (অ) বাল্য অবস্থা ও নিদ্রাভাবের আধিপত্য কালে যে বৃত্তির প্রস্ফুরণে মানব আবিষ্ট, তাহার নাম হৃষ্ট। বিনাশ্রমে বিনাশক্তি সামর্থ্যের ব্যয়ে দিন গুজরাণ, আনন্দের বিষয় নহে ত কি? (আ) কৈশোর অবস্থা ও জগৎ ভাবের উদয়ে যে বৃত্তি জাগিয়া উঠে, আবেশে মানব স্বার্থক নাম পায়, লক্ষিত। বিদ্যালয়ের অজাতশ্মশ্রু বালক-দেশহিতৈষী এবং অপরিণামদর্শী সংস্কারকদলের বাতাসে ধাপা লাগাইয়া লম্প ঝম্প না জানেই বা কে? (ই) যৌবন অবস্থা ও ভ্রান্ত ভাবের রাজত্বে মানব হয়, পতিত। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, পুনঃ পুনঃ পতন! দেশকালাদির দিকে দৃষ্টি নাই, শক্তি সামর্থের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, অবস্থার প্রতি যত্ন নাই, পরিণামদর্শনে অন্ধযুবক যে কাজে হাত দিতে যায়, তাই নষ্ট! (ঈ) প্রৌঢ় অবস্থার বৃত্তিতে মানব হয়, মূর্চ্ছিত! মানব এ সংসারে আপন জীবিকার জন্য ব্যবহারনীতি বণিকনীতি শিক্ষা করিতে গেল, শিক্ষামন্দিরের দ্বারে মাথা ঠুকিয়া মূর্চ্ছিত! মানব শাসননীতির বিপক্ষে উত্থান করিল, ধর্ম্মাধিকরণের রুলের জারিতে মূর্চ্ছিত! মানব হাসিমুখে সংসারে প্রবেশ করিল, চোক ভরা জল লইয়া ফিরিয়া আসিল। (উ) তার পর যে বৃত্তি, তাহা বৈরাগ্য। মানব আর পারে কত? হলুই ডাঁকারে কণ্ঠ ধ্বনিহীন, নয়নজলে পথ অন্ধকার, মানব উপরে চাহে, শূন্য! পশ্চাতে চাহে, শূন্য, তখন সেই সাবেক ধূয়া—দূর কর ছাই, আর পারি না।

অতীতের স্মৃতি

আমি একা! এই অনন্তবিক্ষোভিত উত্তালতরঙ্গসমকুল অনন্ত জীব-সাগরের মধ্যে আমি একা! এই সুদূরসমাগত জীবাত্মমালাসমাকুলিত বায়ুগর্ভে আমি একা। উপরে অনন্ত নীল আকাশ, নিম্নে অনন্ত নীল নিরনিধি, চারিদিকে দিগন্তর ব্যাপী শূন্যরাশি! তন্মধ্যে এই অনিল-তাড়িত তরঙ্গভঙ্গে আমি একা, কোথায় ভাসিয়া যাইতেছি! কোথায় ছিলাম, কোথায় যাইতেছি, আমার সংসারসুখের সাররত্ন গুলি ছাড়িয়া আমি কতদূরে আসিয়াছি, তাহার ক্ষীণদূরস্মৃতির রেখাটুকু পর্য্যন্তও যেন এই অনন্তের সীমাহীন আকাশের গায়ে মিশাইয়া গিয়াছে! এ বিরাটের বিরাট অনন্ত বিশ্বময়মূর্ত্তি, আমার ধারণায় আসিতেছে না। আমি যেন সেই মধুর অথচ তীব্র, শ্রুতিসুখদ অথচ মর্ম্মান্তক, সুদৃশ্য অথচ আত্মহারামরী জ্বালাদৃশ্য, সেই বিশাল বিশ্বোদর উদরে আমি ডুবিয়া গিয়াছি। এ নিদাঘতটিনীর শব্দহীন তরঙ্গ নয়, যে হাসির উপহার দিতে দিতে পার পাইব, এ শ্বাস যন্ত্রের ক্ষীণতর বায়ু হিল্লোল নয়, যে অনায়াসে তাহাকে রুদ্ধাবরুদ্ধ করিয়া পরীক্ষা লইব, এ বালক্রিড়ণক মৃৎকন্দুর সীমাবিশিষ্ট আবর্ত্তন নয়, যে অবহেলে রোধ করিব, সবল প্রতিঘাতে বলিব "যাও, সেই অনন্তের মূলে, আর তুমি ফিরিয়া আসিও না।" এ অসীমের অসীম অকুল সমুদ্র। ভীষণের ভীষণ প্রবাহ, এ মহানের মহান সৌর আবর্ত্তন, আমি একা, কি করিয়া আয়ত্ত করিব?

অনুস্মৃতি

আমি একা চলিয়াছি কেন? আমাকে অনুসরণ করিবার কি কেহ কোথাও নাই, আমার এ গতির প্রতিনিবৃত্তি সাধনে সক্ষম, এমন কি কেহ নাই, অথবা আমার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আমার আত্মার প্রতি একবিন্দু নেত্রজল বর্ষণ করে, এমন কি কেহ নাই? এখন দেখি-

তেছি নাই, কিন্তু তখন ছিল? মাতার অচ্ছেদ্য অপত্যস্নেহ পাশ, পত্নীর অনন্ত অপরিমেয় প্রেম, পুত্রকন্যাগণের দেবকল্প বলিয়া বিশ্বাস ও অসীম ভক্তি, প্রতিবেশীগণের অকৃত্রিম সৌহৃদ্য, জীবন্ত দেবতা পিতার অসীম বাৎসল্য, আশ্রিতগণের অকপট অনুরাগ, এ সকলই ছিল। সংসারের ছোটবড় স্নেহবন্ধন, মায়া মোহের তাবৎ তন্ত্রী, বিষয় বিভবের প্রগাঢ় তৃষ্ণা, এ সকলের সযত্ন আকর্ষণের ত্রুটি ছিল না; কিন্তু এ মহা আকর্ষণের কাছে সে সকলই তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, হেয় হইতে হেয়তম—গণনায় নগণ্য! কিন্তু ধন্য তাঁহাকে, যাঁহার বন্ধনে আকর্ষণে সংসারের সকল বন্ধন আকর্ষণই আজি লূতাতন্তু!—তবে সে কে, যে আমাকে এই অকূলে ভাসাইয়াছে?—সে না জানি কতই মহান, যাহার নিকট সংসারের তাবৎ মহান ভীতচিত্তে প্রণত! যে আমার সাধের হাটবাজার ভাঙ্গিয়া দিয়া পথের ভিখারী করিয়াছে, যে বহুকে একা করিয়াছে, সে না জানি কতই শক্তিমান? কিন্তু কেন আমি একা?

মস্তকে মাতা, হৃদয়ে পুত্রকন্যা, হৃদয়ের নিভৃততম কক্ষে সুখ-পর্য্যঙ্কে বণিতা, বক্ষে পরিবার প্রতিবেশী, চরণে অনুগত দাসদাসী-দিগকে রাখিয়াছিলাম; অভাগার জন্য সকলেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, আজি তাহারা কোথায়? যাহার প্রাণ রাখিতে প্রাণ দিতে, হে আত্মীয়গণ, তাহার প্রাণ আজ যে নিতান্তই একা! হায়! তোমার সকলে এখন কোথায়?

জীব একা

এ সংসারে জীব একা! ইহপরকালে জীব একা! তবে এ মোহের চস্‌মা নাকে আঁটিয়া, সুখশান্তিময় জগতসংসারটাকে দুঃখ ও অশান্তির আকর বলিয়া ভাবিয়া লই কেন? এই অভাগার ম্লানমুখ দেখিলে মাতা মর্ম্মান্তিক হৃদয়বেদনায় সজলনয়নে মুখচুম্বন করিতেন; বিষণ্ণ ভাব দেখিলে পিতা সোহাগে আদরে মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ক্রোড়ে

লইতেন, পরিশ্রান্ত অবসন্ন দেখিলে সর্ব্বতাপনাশিনী-প্রণয়িণীর সহাস্ত বদনে বিষাদের রেখা পড়িত, সংসারের নিত্যবিধান বারম্বার পদস্খলন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কাতরনয়নে চারিদিকে চাহিলেই পুত্রকন্যা-দের মুখ মনে পড়িত, তখন আবার স্খলিতপদেও উঠিয়া বসিতাম; কর্ত্তব্যচিন্তায় বিকৃতমস্তিষ্ক হইলে অকৃত্রিম বান্ধবগণ সুযুক্তি বলে চিন্তার ভার নামাইয়া লইতেন; ইচ্ছানুবর্ত্তিভৃত্যগণ অকপটহৃদয়ে সুখের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল; কিন্তু তাহারা এখন কোথায়? আমাকে একাকী এই জীবশূন্য অকুলতরঙ্গে রুদ্ধবায়ুর আঘাত সহি-বার জন্য অযত্নে ফেলিয়া, তাহারা এখন কোথায়? আমি আজি একাকী! নয়নমণি জননীর আমি, তিনি ত ইহা দেখিলেন না;—আমি মর্ম্মাহত, পিতা ত কৈ ক্রোড়ে লইলেন না;—আমি বড় শ্রান্ত, অনন্ত পথেব পথিক আমি, বড় শ্রান্ত, প্রিয়া ত এ সন্তাপ অশান্তি দূর করিলেন না;—আমি ব্যথিত,—তাপিত, লাঞ্ছিত; পুত্রকন্যা, তোমার কোথায়? আমি বড় চিন্তাকুল, বান্ধবগণ; আমি বড় অভাবে পতিত, ভৃত্যগণ; আমি আজি মহাযজ্ঞে জীবন আহুতি দিতে যাইতেছি, প্রতিবেশীগণ; কোথায় তোমবা? শতচীৎকারেও নিঃশব্দ—নিরুত্তর! আমার এ চীৎকার মবজগতে পৌঁছিবেই বা কেন? কোন্ মহাশক্তির অনুগ্রহে আমি আমার ক্ষুদ্রশক্তি সত্বা হারাইয়া, এই কাল স্রোতে ভাসিয়াছি! কিন্তু কি দহনশীল অনুগ্রহ, কি পীড়াদায়ক উৎসাহ, কি প্রাণান্তক সুখাবেশ!

উত্তরগামিনী গতি

সেই গতিতে ভর কবিয়া অমি চলিয়াছি। অবিরাম গতিতে—অনন্তের উদ্দেশে সহায়-স্বজনশূন্য একাকী আমি, ভাসিয়া চলিয়াছি। আঁধার! যে দিকে চাহি, সেই দিকেই আঁধার! উত্তর দক্ষিণ দিক, উভয়ই একাকার অন্ধকারময়! সংসারের বন্ধন ক্রমেই শিথিল, প্রেম-

ভক্তির বন্ধন ক্রমেই হীনরজ্জু, বিষয়বিভবের কুয়াশা ক্রমেই পরিষ্কার! এমন আঁধারে গমন, তথাপি আনন্দ আছে।

বিস্মৃতি

আলোক অপেক্ষা অন্ধকার ভাল। শিখিয়াছিলাম, আলোকের অভাবই অন্ধকার, অতএব যাহার অভাবে জগত অন্ধকার হয়, সেই আলোক কতই সুন্দর—কতই মনোহর, কতই প্রীতিপ্রদ; আর এখন দেখিতেছি, অন্ধকারেই আছি—অন্ধকারই সুন্দর! এ জগৎসংসার একদা অন্ধকার ছিল, লোক-প্রকাশক সবিতা, তিনিও একদিন অন্ধকার ছিলেন, অন্ধকারই আদি, অন্ধকারই সুন্দর! অন্ধকারে গ্রহণ লাগে না, গ্রহণ লাগে আলোকে! আলোকপ্রাপ্ত ধর্ম্মধ্বজী পাপ-কূপে ডুবিয়া যায়, অন্ধকারাবৃত হীনধর্ম্মবিশ্বাসীও পরমসুখে অনন্তের ক্রোড়ে দেহ ঢালিয়া শান্তি পায়! অন্ধকারে বিপুল আনন্দ। এখন চল তবে, অন্ধকারেই ভাসিয়া যাই।

তবে বিদায়

আলোক তবে বিদায়! সংসারের আলোক, তবে বিদায়! সেই সঙ্গে সংসারের আলোক লোক সকল, তোমাদের নিকটেও তবে বিদায়! এ বিদায় কতবার লইয়াছি, এমন দিন কতদিন ঘটিয়াছে,—এ সুদিনের শুভসংযোগের দিনে, এমন কাঁদাকাটি অনেক হইয়াছে, কিন্তু আজি কি শুভদিন! সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ মানব-আত্মার পক্ষে আজি কি শুভদিন! মা ব্রহ্মাণ্ডময়ীর রাজ্যে এমন দিন হয় ত আর আসেনা! প্রকৃতির অঙ্কে এমন অপ্সরোগীতিনাট আর যেন কখনও অভিনীত হয় নাই!—কিন্তু—

ও কি আলো মা?

এই বদ্ধ-অন্ধকারকে মথিত পর্য্যুদস্ত করিয়া ঐ যে কিরণের রেখা প্রকাশ পাইতেছে, ও কি আলো মা! ঐ যে সুন্দরের হেমচূড়ায় সোনার

তরঙ্গ ছড়াইয়া, এই আঁধাররাশি স্রোতে ভাসা তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া দিতেছে, একি আলো মা? এমন তাপ-শূন্য তীব্র উজ্জ্বলতা, এমন একাকার ভাস্বরতা, এমন জ্বালাহীন শুভ্রতা, আর ত কখনও দেখি নাই মা? ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্ম-কটাহে এ হেন রশ্মি ত প্রতিভাত হয় না!—একি স্বর্গের আলো? একি কাব্যশ্রুত নন্দনের চন্দ্রকান্ত?—না অমরাবতীর সুধাঙ্কুর?—একি মহাবিষ্ণুর বক্ষঃস্থিত কৌস্তভ, না ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের মুকুট মণি? প্রকৃতি! এ কি দেখালি মা?

আকাঙ্খা

অভাবে আকাঙ্খা, চেষ্টায় পরিণতি। আকাঙ্খা হইল, আলোকের নিকটবর্ত্তি হইব! যে কিরণ এই সুদূরেও এমন মধুরমোহন, নিকটে না জানি তাহা কতই মধুর। মর জগতের মায়াবিজৃম্ভিত আত্মার তাহা ধারণায় আইসে না।—চলিলাম।

কর্ম্ম কটাহ—শিল্পশালা

দেখিলাম, একটি বিশ্বজোড়া শিল্পশালা! আলোক সৌধশিরে!—আলোক ছাড়িয়া তখন পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলাম। দেখিলাম, এ ব্রহ্মাণ্ড তৈয়ারীর শিল্পশালা! এ শিল্পশালায় দেখিতে দেখিতে কত ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইতে দেখিলাম। অপূর্ব্ব সৃষ্টি! ক্রিয়ামুখে অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের আগতি, অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের পরিণতি ও পুনঃপ্রয়ান। কি বিরাট সৃষ্টি! হাঁক ডাক নাই, সরঞ্জাম সরবরাহ নাই, তৈলজল নাই; যেন কোন্ অলৌকিক শক্তির আলোড়নে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস!

এ আবার কি?

দেখিতেছি দাঁড়াইয়া তফাতে, দেখিতে আসিয়াছি কৌতূহলে, সহসা ঘাড়ে হাত!—একি অত্যাচার! হাত কিন্তু নড়িল না।—একত

কাকুক্তি মিনতি—কত প্রলোভন অনুরোধ—কত সিন্নি সেলাবৎ—কিছুতেই না।—হাত নড়ে না।—কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে আমিও সেই শিল্পশালায় প্রবেশ করিলাম।

জীব সৃষ্টি

যাহা দেখিলাম, তাহা ন ভূত ন ভবিষ্যতি। তা কি কথায় বলা যায়? ভাষার তেমন সহৃদয়তা আছে কি, ভাবের তেমন গম্ভীরতা আছে কি, অতি আশ্চর্য্য। অগণ্য লতাপাতা নানা মাল মসলায় গঠিত পাঁচটি স্থূল স্তম্ভ মাত্র। সেই স্তম্ভপঞ্চের উপর মহাশক্তির অবিরাম নৃত্য! মহাশক্তির পদভরে জগৎ অকম্পিত, কিন্তু ভীত। জড় এই মহাশক্তির মহাক্রিয়ায় চৈতন্য পায়।—হীনশক্তি, শাক্তিতে জগৎ কম্পিত করে, একি সামান্য পরিবর্ত্তন? কোথায় সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য চৈতন্যসত্বা, আর কোথায় শোণিতমজ্জাময় মাংসের বোঝা! দেখিলাম, কেবল পরিবর্ত্তনেব স্রোত চলিয়াছে। যিনি অগণ্যদাসদাসীবেষ্টিত বিদ্যাধরীশেবিত বহুমানমানী গৌরী সেনের পুত্র ছিলেন, ভোগবিলাসে ষোলকলা পূর্ণ সুখের চাঁদ যাঁহার কণ্ঠে অবিরত সুধার স্রোত বহাইত, তিনি আজি রামদাস বাবুর অশ্বরক্ষক কালু সইসের পুত্র ভুলুরূপে অবতীর্ণ হইতে চলিয়াছেন; যিনি সাধুনামে লোকপূজিত ও দেশমান্য ছিলেন, তিনি আজি হরি ঘোষের বুধী গাইয়ের গর্ভে মঙ্গলা নাম ধরিতে ছুটিয়াছেন; যাঁহার দর্পাহঙ্কারে জগৎ কাঁপিত, সেই নেপোলীয়নেব বংশধর, আজি হীরা মালিনীর মেনী বিড়াল হইবার বাহালী পরওয়ানা পাইলেন; যে ভীরুর অগ্রগণ্য বিশুযুগী মাথায় মোট লইয়া দেড়গজী গামছা বিক্রয় করিয়া দীনজীবিকা নির্ব্বাহ করিত, আজি তাহারই প্রেতাত্মা আদ্যানাথ জমিদারের বৈদ্যনাথ পুত্র হইবার জয়পত্র ললাটে বাঁধিতেছে;

এতদিন যিনি রজকের বস্ত্রভার বহন করিয়া আসিতেছিলেন, সেই রাসভরাজ নবজীবনে আজি গেল্লাদী বৈষ্ণবীর আহ্লাদী হীরামন হইতে চলিয়াছে; একি সামান্ত পরিবর্ত্তন? ক্রিয়াময়ী জগৎ, পরিবর্ত্তনে সেই ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি। পুনর্জ্জন্ম সেই ক্রিয়ার তিরস্কার পুরস্কার। উত্তরগমনে সুক্রিয়া ও অধঃপতনে কুক্রিয়া, পাথেয় স্বরূপ। এই ক্রিয়া ও ক্রিয়ার অনুভূতি মানুষের হৃদয়ে। যন্ত্রণায় দগ্ধ হই, তাপে পুড়ি, দুঃখে ডুবি, জ্বালায় জ্বালাতন হই, সেই মনের খেয়াল বই ত নয়? নতুবা সে সব আসে কোথা হইতে? ঐ সকল অবস্থা মানবের হৃদয়ে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া মানুষকে এইরূপে নাজেহাল করে। প্রতিজ্ঞা করিলাম,—আর এ পথে যাইব না।

জীবের পরিণাম

শেষ পরীক্ষা

আজি বড় বিষম পরীক্ষা। তবে এতদিন করিলাম কি? সংসারে বসিয়া নানা সাজে নানা প্রকার অভিনয় করিয়া লাভ হইল কি? সংসারে কত হাসিই হাসিয়াছি, কত কান্নাই কাঁদিয়াছি, কত উৎকট পরীক্ষা দিয়াছি, আবার এ তবে নূতন পরীক্ষা কেন? বুঝিলাম, এই পরীক্ষাই জীবের শেষ পরীক্ষা। ইহাই কৃতকর্ম্মের তিরস্কার পুরস্কার। এ পরীক্ষার পরীক্ষক মহাকাল, পরীক্ষামন্দির পরলোক, দণ্ডপুরস্কার বিধাতার বিধান।

পরীক্ষা দিতে চলিলাম। দেখিলাম, এক অজ্ঞাত অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থান। অন্ধকার জ্যোতির গতি প্রতিহত করিয়া শূন্যে শূন্যে আপনার তিমিরময়ী অধিকার বিস্তার করিয়াছে। যে দিকে চাই, সভয়ে সন্দেহে আগ্রহ দৃষ্টিতে যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই অতি ঘোর ঘোর-অন্ধকার! সেই গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া এক প্রকার বিভীষিকা-

ময়ী নীল আলোক প্রজ্বলিত হইয়া অন্ধকারের নিবীড়তা আরও যেন বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে! চতুর্দিকে আর্তনাদ, বিকট চিৎকার, ভীমভৈরব হুঙ্কার, প্রাণ ত্রাসে কম্পিত হইল! এক প্রকার জঘন্য ঘৃণাজনক পূতিগন্ধে নশারন্ধ্র পূর্ণ হইল! ছুটিতে ছুটিতে হরি হরি! একি এ, সম্মুখে এক পুরিষহ্রদ! শত শত ছিন্ন শির, বিগত বাহু, খণ্ডিত নাস, বিভিন্ন তালু, পাপী সকল সেই পুরীষহ্রদে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে! আমি তবে এখানে কেন? আত্মজিজ্ঞাসায় বিফল মনোরথে চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখে মহাকাল! সে মূর্ত্তি দর্শনে হৃদয় কাঁপিল! পদ্মপত্রের বারি বিন্দু পবন সংঘাতে যেমন কাঁপিয়া উঠে, প্রাণ আমার তেমনি কাঁপিল। আতঙ্কে শিশুর মত কাঁদিয়া ডাকিলাম, "মা ব্রহ্মাণ্ডময়ি দনুজদলনি দুর্গে! মা চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি কালিকে! ভক্তবৎসলে মা আমার! কোথা তুমি! পরিত্রাহি, প্রসীদ প্রসীদ!" মা মা বলিয়া কতই ডাকিলাম, উত্তর নাই। মাতার স্নেহ আবাহনের পরিবর্ত্তে একি শ্রবণভৈরব কর্কশ চিৎকার! মহাকাল ভৈরবরবে সম্বোধন করিলেন, "পাপি!—"

পাপী? আমি আবার পাপী। জীবনে জ্ঞানকৃত কোনও পাপানুষ্ঠানই ত করি নাই, এ সম্বোধন—মর্ম্মভেদী কঠিন আহ্বান কেন তবে? মহাকাল বলিলেন "পাপি! এখন এ বিপদে মা তোমার কথা শুনিবেন কেন? জননী পাপের ছায়াও ত স্পর্শ করেন না। তুমি পাপী! তুমি কি তাঁহার নিকট করুণা পাইবে? আগে পাপকার্য্যের প্রতিফল ভোগ কর, নিষ্পাপ হও, তখন মাকে ডাকিও, অভিষ্টলাভ হইবে। তুমি নিজে পাপশূন্য বলিয়া গর্ব্বিত হইয়াছ, কিন্তু জান কি, পাপের স্মরণেও পাপ। তোমাকে স্মরণ করিয়া দিতেছি। একদা যৌবনের মত্ততায় তুমি কোনও পণ্যবিলাসিনীর রূপের প্রশংসা করিয়াছিলে। প্রশংসার সহিত তোমার চিত্ত সেই বারাঙ্গণার রূপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। তাহা না হইলে প্রশংসা আসিবে কেন? হৃদয়ের কতক অংশ যে বস্তু যখন অধিকার করে, তখনই তাহার দোষগুণের বিচার আইসে। অতএব সেই মহা পাপে তোমার

রৌরব দর্শন! ঐ যে সকল পাপী রৌরবের পুরীষহ্রদে ডুবিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তাহারা বারাঙ্গণার দাস হইয়াছিল। তুমি তাদৃশ পাপ কর নাই, তাই সামান্য দর্শন মাত্র। এবার সাবধান হও!

"আরও শুন। তুমি মোহে পড়িয়া কোনও দিন পরস্ত্রীর প্রতি আশক্তি পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলে! পরকীয় বস্তুতে আত্ম-অধিকার স্থাপনের চেষ্টা না করিলেও ইচ্ছামাত্রে পাপ সঞ্চয় হয়। অতএব চল, তোমাকে কণ্টকবন দেখাইব।" চলিলাম। দেখিলাম অতি বিস্তির্ণ কণ্টক বন। কণ্টক সকলের তীক্ষাগ্র, বিষাক্ত প্রতপ্ত। শত শত নর নারী সেই প্রতপ্ত লৌহ কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। কি ভীষণ যন্ত্রণা!

মহাকাল বলিলেন "তুমি একদা সুরাপানের স্পৃহা করিয়াছিলে। বন্ধুর অনুরোধে একদিন সামান্য পানও করিয়াছিলে। অতএব সেই পাপের প্রতিফল লইতে প্রস্তুত হও। চল পাপী, তোমাকে এবার সুধাপান করাইব।" চলিলাম। এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। পুষ্করিণীতে তাপ তরল গলিত ধাতু টলটল করিতেছে! দেখিয়াই আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল! এও কি পান করা যায়? হায় বন্ধুগণ! দেখ দেখ, তোমরা আমরা কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ! তোমাদের অনুরোধে আমি কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! আক্ষেপের সময় পাইলাম না, পান করিলাম। বক্ষঃস্থল দগ্ধ হইয়া গেল! কালপুরুষ অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইলেন "ঐ দেখ পাপী, এই পুষ্করিণীর উত্তরে রসরাজ হ্রদ। যে সকল পাষণ্ড যৌবনে বারাঙ্গণা সেবন ও তৎপরে রসরাজ সেবনে উত্তর পুরুষগণের পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ঐ দেখ, হ্রদের তটে তাহারা কি দুর্দ্দশাই ভোগ করিতেছে। পাপীদিগের সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত, দরদরিত ধারায় শোণিত স্রাব হইতেছে। যে সকল সন্তান পারদ প্রভাবে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিল, ঐ দেখ, তাহারা উহাদিগের ক্ষত স্থানে লবন সংযোগ করিয়া প্রতিশোধ লইতেছে।

"দ্বিতীয় পাপ তোমরা অপহরণ। চল, তোমাকে একবার আমি অসিপত্র দর্শন করাই।" অসিপত্র এক প্রকাণ্ড অন্ধকার গৃহ! তন্মধ্যে

প্রবেশ করিলাম। কি প্রাণান্তক যন্ত্রণা। ভোগ শেষ করিয়া বাহিরে আসিলাম। মহাকাল বলিলেন, "তুমি ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্বীয় স্বার্থরক্ষা করিয়াছিলে, অনর্থক বাক্যে পরের মনে অন্যায় রূপে ব্যথা দিয়াছিলে, মাতা পিতার প্রতি উপযুক্ত ভক্তি প্রদর্শনে ত্রুটি করিয়াছিলে, মহা গর্ব্বান্ধ হইয়া সুহৃদের হিতবাক্য গ্রাহ্য না করিয়া অনর্থক বিসম্বাদ করিয়াছিলে, অতএব চল, তোমাকে বৈতরণীতে নিক্ষেপ করিব।"

বৈতরণী অতি বিস্তীর্ণ অগ্নি-নদী। অগণ্য পাপী সেই বহ্নিপ্রবাহে নিমগ্ন! উপরে বড়িশতীক্ষ্ণ নখর উদ্যত করিয়া শকুনী গৃধিণী উড়িতেছে, ভাসিলেই ছোঁ মারিবে! কত পাপী এই শকুনীর নখাঘাতে নাসা, কর্ণ ও চক্ষু হারাইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে! আমিও ডুবিলাম। সেই পাপ বৈতরণীতে আমিও আজি নিমগ্ন। মা! না, আর ডাকিব না। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরি! তোর উদরে এ অগ্নিনদী বৈতরণী কেন মা?

উঠিয়া দেখিলাম, কালপুরুষ তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। কাতর কণ্ঠে বলিলাম, "কাল! তুমি ত অনন্তের সাক্ষী! আর কত যন্ত্রণা বাকী আছে, বলিতে পার কি?"

কাল হাস্য করিয়া বলিলেন "আমি কি করিব! আমি ত চিরদিনই আছি। ব্রহ্মার জন্মও আমার তুলনায় নিমেষ মাত্র; কিন্তু কি করিব? আমার প্রতি ত কেহ বিশ্বাস করে না! কাল আসিবে, কাল আছে, কাল যাইবে, এ কাল থাকিবেনা, এ ভাবনা ত কেহ ভাবে না! ভাবে ফলভোগের সময়। আমি কি করিব! তোমার এখনও কর্ম্মভোগ শেষ হয় নাই। কুটীলবুদ্ধির পাকে যাহারা লোকের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করে, মিথ্যাসাক্ষী, মিথ্যা প্রবঞ্চণা, মিথ্যা অভিসন্ধি, পরকৃত দোষ পরের স্কন্ধে স্থাপন ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত, তাহাদের শাস্তি কুম্ভিপাক। তুমি এই সকল পাপানুষ্ঠান কর নাই, তবে সংশ্রবে ছিলে। চল, তোমার শেষ কর্ম্মভোগ শেষ করিবে।

কুম্ভিপাক! অতি ভীষণ! কুম্ভিপাক এক ঘৃতপূর্ণ কটাহ! পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে পাকে পাকে সেই তপ্তঘৃত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাপীদিগকে

দগ্ধ করিতেছে! কুম্ভিপাক দর্শন করিয়া, ললাটে তপ্তস্বত্তের তিলক ধারণ করিয়া বাহিরে আসিলাম। তখন মহাকাল বলিলেন "যাও আত্মা! কর্ম্মভোগ তোমার শেষ হইয়াছে। কালের বিচার ফুরাইয়াছে। এখন তুমি সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বজ্ঞ, শক্তিমান! তুমি সর্ব্বশক্তিমানের অংশ, অবিদ্যা প্রভাবে আত্মবিস্মৃত ছিলে, পাপে তাপে অন্ধ ছিলে, এতদিনে তোমার নবজীবন লাভ হইল।"

কৃতাঞ্জলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমন শাস্তির ব্যবস্থা কত প্রকার আছে?"

"অগণ্য। শাস্তির বিধানের কোনও নির্দ্দিষ্ট তালিকা নাই। যে যেমন পাপ করে, তেমনি শাস্তির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। পাপও যেমন নূতন নূতন, শাস্তিও তেমনি নূতন নূতন। পাপ, নিজের শাস্তি নিজেই গড়িয়া লয়। শেষে সেই নিজকৃত শাসনে আপনি যখন শাসিত হইতে থাকে, তখন চৈতন্য পায়; কিন্তু এ চৈতন্য দু দিন পূর্ব্বে পাইলে ত আর এত জ্বালা যন্ত্রণা, এত হাহাকার থাকে না।"

"তোমরাই ত সে পাপের মূল। তোমরাই ত জীবের মাথায় পাপের বোঝা চাপাইয়া সরিয়া দাঁড়াও। জীবের শক্তি কতটুকু, জ্ঞানবুদ্ধি কতটুকু. তোমরাই ত তাদের সর্ব্বনাশের পথে হাঁটাইয়া পাপের দুয়ারে লইয়া গিয়া শেষে চোক্ রাঙাইয়া দাঁড়াও! তোমরাই ত জীবের দুর্গতির মাল মসলা দিয়া, শেষে তাহার গঠিতমূর্ত্তি পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দাও।"

কালপুরুষ বলিয়াছেন, 'তোমার কর্ম্মভোগ ফুরাইয়াছে!' তাই নির্ভয়ে আমার এই তীব্র শ্লেষ উক্তি। কাল হাসিয়া বলিলেন, "সত্য; কিন্তু পুণ্যের সাজসজ্জা কি আমরা দিই না? পুণ্যের পথে দাঁড়াইয়া আমরা কি পথিকের জন্য আনন্দ সন্তোষের পাথের ছায়া দিই না? সকলই পরে বুঝিবে। পাপের যে সব সাজ সজ্জা, তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লও, পরে পুণ্যের সাজ সজ্জা দেখিবে। ঐ যে অদূরে পাপভাণ্ডার দেখিতেছ, ঐ স্থানে সকলই দেখিতে পাইবে।

দেখিয়া আইস। প্রত্যাবর্ত্তনের দ্বারে আমাকে দেখিতে পাইবে। আমি আবার তখন তোমাকে পুণ্যদেশে লইয়া যাইব।”

কালপুরুষে অন্তর্দ্ধান করিলেন। দ্রুতপদে সহর্ষচিত্তে পাপভাণ্ডার দেখিতে চলিলাম।

সম্যগ দেখিতে অবসর না দিয়াই আমাকে কে যেন সেই যন্ত্রসন্নিধ্যে উপস্থিত করিল। শরীরে কি কোথায়, কে জানে, যেন একটা কি জ্বালাময় হিল্লোল চলিয়া গেল। আত্মপ্রতি চাহিয়া দেখি, আমি নূতন। এ উপসর্গ আবার কেন? নূতনত্বের বোঝা বহিয়া আর কেন? বড় দুঃখ হইল। সকাতরে বলিলাম, মা, আর কেন? আবার কেন সেই জঠরযন্ত্রণা, আবার কেন সেই মূত্রপুরীষের সাগরে সন্তরণ, আবার কেন মা বিষয়-বৈতরণীর অগ্নি জলে নিমর্জ্জন; আর কেন মা! কতই আক্ষেপ করিলাম।—কেহই উত্তর দিল না। এ আবার কোন্ রাজ্য? সাধিলে কাঁদিলে মুখের কথাটি পর্য্যন্ত কয় না, এ আবার কিসের দেশ? এদেশে কেবল কার্য্য আছে। এখানকার যাহা কিছু উত্তর প্রত্যুত্তর, সকলই কার্য্যে সম্পন্ন হয়। পুরস্কারের কার্য্য করিলে, পুরস্কার চাহিবার অপেক্ষা বা দানের অপেক্ষা না রাখিয়া তোমার অঙ্কসায়িনী হয়!—তিরস্কারের কার্য্য করিলে, পশ্চাতে ফিরিতে না ফিরিতে গুম গুম রকম রকম কীল। এবড় মজার সংসার। এত কাঁদিলাম, উত্তর নাই, কিন্তু তথাপি আমার গতির হ্রাস নাই! আমি আজি নূতন ব্রহ্মাণ্ড হইয়া কোন্ অজ্ঞাত ব্রহ্মাণ্ড-কটাহে স্থান লাভার্থ অবিরাম গতিতে চলিলাম। চলিতে চলিতে মনে হইল, সেই শুভ দিনের কথা! লক্ষযোণী ভ্রমণ করিয়াছি, লক্ষ লক্ষবার এমন যাতায়াত ঘটিয়াছে, কিন্তু সে দিন শুভদিন বলিলাম কেন? সেই দিনই মনুষ্যজন্মের আদি পতন! উত্তরগমনের সেই দিনই দেদীপ্যমান প্রমাণ। ছিলাম সেই কঙ্কর উপলময়দেহে, সুপ্ত চৈতন্যরূপে, পুনঃ পুনঃ উত্তর গমনে হইয়াছি এখন, চৈতন্যরূপ! পরাচৈতন্যের ব্যাস বিন্দু! ক্ষোভ গেল! দ্রুতগমনে চলিলাম।

———

গর্ভকটাহে-জীবাত্মার অধ্যাস

এ কি কটাহ মা! এ আঁধারে আলোকে—এ কোমলে কঠোরে এমন জ্বালাময় সুখের সংমিশ্রন, এ কি মা? জানিনা, কোন্ অলৌকিকী শক্তির সংবেশে, কোন্ অতিমানুষী ক্রিয়াবশে আমি এই গর্ভ কটাহে অধ্যাস করিয়াছি। এ বিশাল অধ্যাস—এ মহান ক্রিয়া পর্য্যায—কিছুই বুঝিবার নহে। এ সূক্ষ্মের উপর স্থূলের আবরণ বড়ই আশ্চর্য্য—কিন্তু বুঝিবার নহে। আমি যেমন এই গর্ভকটাহে প্রবিষ্ট, অমনি দেখি, কটাহের অলৌকিক ক্রিয়া। কি ভীষণ ক্রিয়া মা! কি লোমহর্ষণ আবর্ত্তন বিঘটন,—কি অপরিসীম পরিবর্ত্তন রূপান্তর গ্রহণ! আজ যাহা পূর্ণ প্রশান্ত-নয়নরঞ্জন, মুহূর্ত্ত পরে দেখি, তাহা অপূর্ণ বিদীর্ণ ছিন্ন ভিন্ন! আজ যথায় দেখি, কুসমিত কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটির, কাল দেখি তথায়, ভীষণ মরুভূমির তপ্তবালুকাময় ভীষণতর মরিচীকা। আজ যথায় শোণিতের ক্রিয়া, কাল তথায় অস্থিমজ্জার অঙ্কুর, ক্ষণপরে তাহা দৃঢ়তর অস্থি রাজি। আজ যাহা তরল, কাল তাহা কঠিনের কঠিন! এ পরিবর্ত্তন, যাহার পরিবর্ত্তন তাহার মতামত চাহেনা, পরিবর্ত্তন স্বশক্তিতে আপনিই ক্রিয়াশীল, আপনিই মদগর্ব্বে আত্মহারা, স্বপ্রকৃতি প্রকটনে তাহার বিরাম শ্রান্তি নাই। এমন অধীনতা ত দেখা যায় না। এমন স্বাধীনতাহীন জীবন কেহ কি ভাবিতে পারে? এমন অধীনতার প্রাচীরে আবদ্ধ হইয়া, এমন সীমাবিশিষ্ট গর্ভকটাহের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করা, একি সামান্য কষ্ট? অথবা যথায় সকলই অসামান্য, তথায় সামান্যই বা আছে কি?

নবজীবন

জঠর যন্ত্রণা ফুরাইল। গর্ভ কটাহের যন্ত্রণাদায়ক পরিপাচন বিঘটন, যাহা অতি ভীষণ রূপে চলিতেছিল, তাহা ফুরাইল। চাহিয়া দেখি; চাঁদ হাসিতেছে, পাখী ডাকিতেছে,—বাতাস বহিতেছে। পুনঃ চাহিয়া দেখি, অগণ্য হাসিভরা চক্ষু আমার দিকে চাহিয়া, আমার শুভাগমনের উদ্দেশ আশীর্ব্বাদ করিতেছে। আবার দেখি, জননী

আমার, গর্ভযন্ত্রণা ভুলিয়া স্নেহের দৃষ্টিতে এই দগ্ধাননের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতেছেন। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপী আমি, অধুনা এক বিশাল ব্রহ্মাণ্ডগর্ভে উপনীত হইয়া এই এক নূতন সাজে অগণ্য লোককে হাসাইতেছি। এ সং সাজা বড় মজাদাবী ভেক! যে সাজে, সে জানে না যে, সং সাজিতেছি, যে দেখে, সে বুঝেনা যে, সং দেখিতেছি; অথচ সং দেখিয়া সঙের দল হাসিয়া কাঁদিয়া আকুল। এমন সংসার-নাটক সংসাব ভিন্ন অন্যত্র বুঝি অভিনীত হয় না।

বড় দুঃখেও হাসি পায়—বড় সুখেও হাসি পায়। সুখের হাসি কি দুঃখের হাসি জানি না, আমি কিন্তু হাসিলাম। চারিদিকের রুদ্ধ-হাসি যেন কোনও বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিল। খোকার হাসি, বড় বড় ধেড়ে খোকার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। এত বড় মজা! এরা সব করে কি? ধেড়ে খোকাদের হাসির ঘটা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল, কাঁদিলাম। আপনি শতচক্ষুর অশ্রুবর্ষণ! শতশত মুখে বিষাদেব গাঢ় কালিমা! আমি ক্ষুদ্র, এতগুলি বৃহতের কেন্দ্র আমি! কোথা-কার নগণ্য আমি, কোন্ সুদূরাগত পথিক আমি, দু দিনেব জন্য তোমাদের আশ্রয়ে আতিথ্য স্বীকাব কবিয়াছি, দু দিন পরেই আমাব এ সাধের আতিথ্য স্বীকার ফুবাইবে। শেষ সৎকারে তোমাদেবও আতিথ্য সৎকার ফুবাইবে। তোমবা আমার জন্য তবে কাঁদ কেন? এই বুঝি বিশ্ববিধাতার বিধান? ক্ষুদ্রই বুঝি বৃহতেব আশ্রয়? ক্ষুদ্রদাপি ক্ষুদ্র মধ্যবিন্দুকে আশ্রয় করিয়া তাই বুঝি বিশাল সৌব জগৎ ঘুরিয়া মবে? ক্ষুদ্রক্ষুদ্র স্নেহেব কুমাব কুমারী গুলিকে আশ্রয় করিয়া, তাই বুঝি মানব এ জগৎ সংসাবটা পর্যটন কবে? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ডিম্বেব জন্য, তাই বুঝি পাখী সুদূরে উড়িয়া উড়িয়া আবাব ফিরিয়া আইসে?

কিন্তু ভাগ্যদেবতার এ কি কুটীল লীলা? অবিদ্যার এ কি প্রলয় কুহেলিকা? আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের সমাবেশ, অপূর্ব্ব সৃষ্টি নিহা-রিকা পথ, জগতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমিব সমাবেশে অপূর্ব্ব সৃষ্টি জগৎ সংসার! একটি ক্ষুদ্রতম তারকা খসিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক

সকলে তোর এ মূর্ত্তি দেখিতে পায় না কেন? সকলকে এরূপ দেখাস্ না কেন মা? শুনেছি, সন্তান ত মায়ের সবাই সমান। কুপুত্র বলিয়া তোর এত ঘৃণা তবে কেন মা? অশিথিলক্ষ যোনী ভ্রমণ কারাইয়া সন্তানদের পাপকূপে ডুবাইয়া এত যন্ত্রণা লাঞ্ছনা কেন দিস্ মা? আজ যা দেখ্লেম, আজ-পাপীদের যে কষ্ট দেখ্লেম, তাতে পাষাণের চোকেও যে জল আসে মা? আনন্দময়ি! এসব দেখেও কি তোর দয়া হয় না? তুই যে মা বিশ্বধাত্রি। তুই ত সবই দেখিস্,—সবই শুনিস্, তবে এ যন্ত্রণা দিস্ কেন মা? দয়াময়ি! এতদিনে নামে কলঙ্ক দিলি? এতদিন জান্তেম, তো হতেও তোর নামের মহিমা বড়, আজ সে ভ্রম ঘুচালি মা? যারা পাপের ক্রোড়ে প্রতিপালিত, তারাও ত তোর সন্তান! তারাও ত দয়াময়ী বলে রোদন কোচ্চে, তবে তাদের প্রতি তুই এত নির্দয় কেন মা?" মা চাহিলেন। করুণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "বৎস! সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি স্বকৃত কর্ম্মফলে এখানে আসিতে পরিয়াছ বলিয়া দুষ্কৃত সন্তানের সাধ্য কি যে, এখানে প্রবেশ করে। আমি কর্ম্মফলের অধীন। যাহার যে বিধি, তাহা কি আমি অন্যথা করিতে পারি? সন্তানের জন্য—সন্তানের কাতরতায়—সন্তানের রোদনে—আমার বুক ফাটিয়া যায়, কিন্তু কি করিব, উপায় কি? আমি যে কর্ম্মফলের অধীন। যে যেরূপ কার্য্য করে, সে যে তদ্রূপ ফলই লাভ করিয়া থাকে। পাপীরা পাপপ্রবৃত্তির বশে দুষ্কার্য্য করিয়াছে, আমি কি করিব? আমার এই সব সন্তানও ত সেই একস্থান হইতে আসিয়াছেন? ইহা-দিগকে ত পাপের কবলে পতিত হইতে হয় নাই? ইহারা সবলে পাপকে দমন করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ত এখানে স্থান পাইয়া-ছেন।" মা আরও বলিলেন, "সংসার পরীক্ষা-ক্ষেত্র। আমার সন্তান আমার মুখ রাখিতে পারিবে কি না, তাই দেখিবার জন্য তাহাদিগকে সংসারে পাঠাই। জীব আপন কর্ম্মদোষে যাতনা ভোগ করে, আমি কি করিব বৎস? * * * * * *

"যিনি সংসারে যাইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত না হয়েন, যিনি

পাপের প্রলোভনকে তুচ্ছ ভাবিয়া উপযুক্ত পথে গমন করেন, তিনি—

"যিনি সংসারের নিয়ম বুঝিয়া হিতাহিত ও কর্ত্তব্যজ্ঞানকে দৃঢ় রাখিয়া সংসারী হয়েন, তিনি,—

"যিনি সংসারকেই দিব্যস্থান মনে করিয়া বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সের কর্ত্তব্যতা সমভাবে প্রতিপালন করেন, যিনি পিতামাতা, জ্ঞাতি, স্ত্রী পুত্র, পরিবার প্রতিবেশীর সহিত উপযুক্ত ব্যবহার করেন, তিনি,—

"যিনি সংসারে থাকিয়াও আমাকে না ভুলেন, যিনি ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া—আমাকে লক্ষ্য করিয়া ভবসমুদ্রে জীবন-তরী সঞ্চালন করেন, যিনি সত্য ও ন্যায়কে মস্তকে রাখিয়া সংসারী হয়েন, যিনি জিতচিত্ত ও সংযত থাকিয়া সংসারী হয়েন, তিনি —

"যিনি সমস্ত কার্য্য করিয়াও তাহাতে কর্ত্তৃত্ব করিতে প্রস্তুত নহেন, যাঁহার কামনা কেবল সংসারের হিতের জন্য, যিনি পরের জন্য কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনি,—

এবং যিনি ধর্ম্ম, ন্যায, মিত্রতা. সৎ ও সদালাপে কালাতিপাত করেন, তাঁহারই জন্য এই—

শান্তি-কুঞ্জ।

পাঠক! এই আমার শান্তিকুঞ্জ! আমি পাগল, বেশী কথা বলিলে আপনারা হয় ত শুনিবেন না। ইতিমধ্যেই হয় ত কত অসার কথা বলিয়াছি, ক্ষমা করিতে হয় করিবেন, না হয় হাসিবেন। আমার কিন্তু এই পর্য্যন্ত শেষ। আমি আপনাদিগকে শান্তিকুঞ্জ দেখাইয়াছি, আহ্বান করিতেছি, আসুন, এই শান্তিকুঞ্জের সুখভোগ করিবেন।

বিদায় লইতেছি। মনে রাখিবেন, পাগল শঠতা জানে না, প্রবঞ্চনা জানে না, প্রতারণা করে না। তাহার হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা, তাহার সাধের ধন, আদরের বস্তু, জীবনের লেখা—এই—শান্তিকুঞ্জ।

আনন্দময়

মায়ের কৃপায় আজি দিব্য চক্ষু পাইয়াছি। যে দিকে চাই, আনন্দময়ীর রাজ্যে সেই দিকেই আনন্দ। জগতের চারি দিকে সুখের শ্রোত বহিতেছে। সংসারের সত্তায় সুখের সত্তা একাকার হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে সুখের শান্তি!—আনন্দ। তবে সংসারে এত হাহাকার—এত রোদন—এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন? জীবের এ অতিভ্রম! ভ্রান্ত যে, সে যেমন মরু মরীচিকায় শীতলবারির কল্পনা করিয়া প্রতারিত হয়, বিজ্ঞান বিভ্রান্ত যে, সে শীতল বারি দর্শনে তৃষ্ণাতুর হইয়াও তথায় মরু মরীচিকার কল্পনা করিয়া ততোধিক সন্তপ্ত—লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জীবের এ অবিদ্যার তাড়না মায়ার সম্মোহন, তদুপরি নূতনত্ব প্রকটন, এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আর কুলায় কত? তাই জীব ভ্রমান্ধকারে সুখের ছায়াকে জ্বালাময় দুঃখের দহনশীল উত্তাপ ভাবিয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলে। জীব ভ্রমে পড়িয়া বিষাদে সুখের অনুসন্ধান করে, প্রতারণা ভিন্ন সে পথাতিবাহনের পুরস্কার আর কি আছে? এ দোষ জীবের নহে, জীবের দুর্ব্বুদ্ধির, জীবের বিকৃত শিক্ষার, জীবের অসম্পূর্ণ দেহ মনের। তাই নিজের অকৃতকার্য্যতা বিধাতার স্কন্ধে চাপাইবার অভিপ্রায়ে ভ্রান্তজীব সর্ব্বদাই নাকে কাঁদিয়া বলে, এ সংসার দুঃখের আগার। না জানিয়া ভাবে, বিধাতার অবিচার!—শত মুখে নিন্দা করে, বিধাতার বিধান। এ মত সাধারণ। আমিও যতবার কর্ম্মানুষ্ঠানে বিফল মনোরথ হইয়াছি, ততবারই বিধাতৃবিধানে শতমুখে ধিকার দিয়াছি, সহস্রমুখে অদৃষ্টের নিন্দা করিয়াছি, মর্ম্মদাহে দগ্ধ হইয়া উদাসভাবে বলিয়াছি, 'এ সংসারে মানুষের আশা কি কখনও পূর্ণ হয়?' এতদিনে সে ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছে। মায়ের কৃপায় সে ভ্রম গিয়াছে। মায়ের কৃপা? অনন্ত প্রসারিত দিব্যগভীর পরাজ্ঞান। মায়ের কৃপা?—সাধনায়

সিদ্ধি। মায়ের কৃপা?—মহাযজ্ঞ সাধনের সিদ্ধিমন্ত্র। সে কৃপা সাধনার সামগ্রী।—স্বার্থক কামনায় সে সাধনা মলিন হয়, বিশ্বহিতে বিশ্বেশ্বরের প্রীতি কামনায় সে সাধনার সিদ্ধি। মায়ের কৃপা বলেই আজি দেখিতেছি, চারিদিকে আনন্দের লহরী ছুটিয়াছে, শান্তির উৎস খুলিয়াছে, হাসির উচ্ছ্বাস বহিয়াছে, স্বর্গে মর্ত্তে আজি একাকার! স্বর্গে মর্ত্তে আনন্দ! আজ শূন্যে শূন্যে আনন্দস্বরূপ, জগৎ আনন্দময়। সংসার নেশায় মাতালের দল দেখিতেছে, বাপ্‌রে বাপ্! কি দহনশীল নিরানন্দের বৈতরণি! এ নেশার মত্ততায় যাহাদের আত্মসংযম নাই, অজ্ঞান কূপের ভেক যাহারা, তাহারা দেখিতেছে, "কি ভীষণ উন্নত পর্ব্বত চূড়া! তত দূর কি উঠা যায়? বিলাসের সুখপর্য্যঙ্কে শায়িত যারা, তারা ভাবিতেছে, কি কঠিন কঠোর বিধান। অত বাঁধনে মানুষের প্রাণ কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? আর ভক্ত যাহারা, তাহারা দেখিতেছে কি?—চিদানন্দরূপ শিবোহম্ শিবোহম্।"

শোন জীব। তোমাকে একটা কথা বলি। এ ভবের বাজারে লাভও আছে লোকসানও আছে, এ ধর্ম্মাধিকরণে পুরস্কারও আছে শাস্তিও আছে. এ সংসার পথে উন্নতিও আছে অবনতিও আছে, কত কোটী কোটী (অশীতি লক্ষ ত অতি স্থূল হিসাব!!!) যোণী ভ্রমণ করিয়া সুদুর্ল্লভ মানবজন্ম পাইয়াছ, কেন আর তাহা অবহেলার অতি-বাহিত কর? সংসার পশুবাটিকার উন্নত জীব মানব তুমি, কেন আর অবনতির দিকে ছুটাছুটি কর? তোমার উন্নতির দিকে দেবতা, অবনতির দিকে পশু। কেন পশুত্বকে জীবনের সার সম্ভোগ বলিয়া ভাব? তোমার আচার পশ্বাচার, তোমার ব্যবহার পাশব-ব্যবহার, তোমার নীতি পিশাচনীতি, তোমার কর্ম্ম পশুকর্ম্ম, তোমার মুক্তির কারণ যে ধর্ম্ম, তাহা ধর্ম্মধ্বজিগণের গুহাবরণী কৌপিনের ছিন্ন বসন খণ্ড মাত্র! কেন এ সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ? দেখ, আত্মহিত যাহা, তাহা অতি হেয়তম যে পশু, সেও বুঝে। সেও আত্মরক্ষার জন্য নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করে; কিন্তু সংসারের শ্রেষ্ঠতম জীব মানব তুমি, তুমি আত্মরক্ষার কি করিয়াছ? সম্মুখে তোমার বিরাট দেহ লইয়া কাল,

পশ্চাতে স্তুপাকার অকর্ম্মরাশি, তুমি কোথায় নিস্তার পাইবে? কর্ম্ম-রাশি, কর্ত্তার ছায়া! সেই ছায়ায় আলোক ও আঁধার রূপে পাপপুণ্য শাস্তি পুরস্কার; তোমার তবে নিস্তার কোথায়? তুমি পরের রক্ষায় কৃতযত্ন, তুমি পরের সত্বে সত্ববান হইতে যাও, কিন্তু হায় ভ্রান্ত জীব, তুমি নিজে যে রক্ষকশূন্য, তুমি নিজের সত্বেই যে নিজে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছ! নিজে যে অরক্ষিত আত্মসত্বে বঞ্চিত, সে কি পরকে আশ্রয় দিতে পারে? মানব! এখনও প্রবুদ্ধ হও, আত্মরক্ষা কর। বড় বিষম দিন তোমার সর্ব্বনাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছে! ভবিষ্যতের আঁধার প্রাচীরে দেহ লুকাইয়া ঐ দেখ, কাল তোমার সেই শেষ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছে! এখনও অতীতের দিকে চাও, তোমার অতীত এখনও অতীতের সঙ্গে মিশিয়া যায় নাই, আত্মপ্রতি দৃষ্টে অতীতের ক্ষীণস্মৃতিকে উজ্জীবিত কর, মঙ্গল হইবে।

ভবের বাজার

শিক্ষা হইয়াছে, দীক্ষা হইয়াছে, এখন সে শিক্ষার পরিণতি ও পূর্ণাহুতি চাই। সংসার সেই পরীক্ষার স্থান। পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেই শিক্ষার মূল্য অবধারিত হয়, শিক্ষার পরিণতি বুঝা যায়। তাই আজি ভবের বাজারে প্রবেশ করিতেছি। এ ভবের বাজারে আমি নূতন নহি। আমি কতবার আসিয়াছি, কতবার লাভলোকসানের দায়ীত্ব লইয়া ভবের বাজারে ব্যবসা চালাইয়াছি, কতবার লাভে সন্তুষ্ট, লোকসানে মাথায় হাত দিয়াছি। তবে আজ আবার নূতন হইয়া নূতন উৎসাহে কোমর বাঁধিয়া এ ভবের বাজারে দেখা দিলাম কেন? তাও কি আবার বলিতে হইবে? মহামায়ার খেলা!

এ বাজার বড় চঞ্চল। এ বাজারের বাজার দর বড় উঠে নামে। তাই কত পাকা পোক্ত দোকানী বেচাকেনায় ঠকিয়া যায়, আবার

অতি নিরেট বোকা ব্যপারীও লাভের আশায় পথ দেখিতে পায় না। এখানকার সাধারণ পণ্যদ্রব্য ধর্ম্ম কর্ম্ম। লোকে বিক্রয় করে কর্ম্ম, ক্রয় করে ধর্ম্ম। যে ব্যাপারী ইহার বিন্দু মাত্র অতিচার করে, তারই লোকসানের এক শেষ।

কিনিব বেচিব কাহার জন্য ? পুত্র কলত্র, আত্মীয় স্বজন, যাহারা যাহারা মানবের একত্ব ঘুচাইয়া দ্বিত্ব করে, আমিকে আমরা করে, তাহাদের জন্যই কি আমার এ ক্রয় বিক্রয়? তাহাদের জন্যই কি আমি এই ভবের বাজারে বাঙ্গাল ফিরিওয়ালা সাজিয়া, এ দেশে হাটার পসারী সাজিয়া হাজির হইয়াছি? তাহা নহে। ঐ সকল উপসর্গের দল লাভের চুল চেরা অংশীদার, কিন্তু লোকসানের সময়, শূন্য বখ্‌রা। অতএব এবার আর শূন্য বখ্‌রাদারীতে না মাতিয়া নিজের ব্যবসা নিজে চালাইব, নিজের লাভালাভে নিজে দায়ীত্ব লইব।

এ বাজার প্রকাণ্ড।—দ্বার একটি! বড় বড় খাটিয়ায় লালচক্ষু দ্বারবানের পাল; প্রবেশ করিতেই ধমক দিয়া বলিল "লাইসেন্স আছে?" দ্বারবানের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না দিতে অন্য দ্বারবান প্রশ্ন করিল "টেক্স দিয়া থাক?" আবার টেক্স? স্ত্রী পুত্র, পিতা মাতা, দাসদাসী, আত্মীয় স্বজন, সকলেই ত আমার ঘাড়ে টেক্স বসাইয়াছে। আবার টেক্স দিব কাহাকে? উত্তর হইল "আক্কেল সেলামী।" আক্কেলসেলামীই বা আর দিব কত? এ জগতের তাবৎ কৃতকার্য্যতা তাবৎ অধ্যবসায়—যত্ন চেষ্টা অর্জ্জিত বিষয় বিভব, সকলই ত সেলামী দিতে ফুরাইয়া যায়! তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিবারাত্রি প্রভুর মন রক্ষা করিয়া যাহা উপার্জ্জন কর, তাহাও সেলামী; অপর দিনরাত তাকিয়া ঠেসানে ফরসি চুম্বনে বসিয়া বসিয়া প্রভুত্ব করিয়া যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাও সেলামী; তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা প্রাপ্ত হও, তাহার পরিণামও তা; আর একজন তোমার কাতর আবাহনের প্রত্যুত্তরে "নিকাল দেও" বলিয়া যাহা সঞ্চয় করেন, তাহার পরিণামও ত অন্য নয়। দেখ, এ সংসারটা বঞ্চনার রাজ্য, ঐ যে প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ দেখিতেছ, যাহাতে রাজা বাহাদুর

সুখপর্য্যঙ্কে বিরাজ করিয়া জগতের কীর্ত্তিরাশি আপনার নামের পেছুনে লাগাইয়া আপনাকে ভারি করিয়া তুলিতেছেন ; ঐ যে রাজা বাহাদুরের বাহাদুরী, তাহা শত শত লোকের দরিদ্রতার ফল। গো বৎসকে মাতৃদুগ্ধে বঞ্চিত না করিলে হুজুরদের সেবার ক্ষীরসর জুটেনা ; শত প্রজাকে রাস্তায় না বসাইলে রাজার রাজবড়াই চলেনা ; শত লোককে বলহীন না করিলে একজনের বলসঞ্চয় হয় না ; কিন্তু এ সকল ধনবলের পরিণামও ত সেই আকেল সেলামী। তুমি তোমার অয়স-মঞ্জুসার দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছ, বয়স্কের দিকে সহাস্য আস্যে চহিয়া শ্লেষ করিয়া বলিতেছ, "দেশের লোকটা আমাকে জ্বালালে। রাত দিন কেবল দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ। হা অন্ন!" হায়! তুমি বুঝিবে কি ! তুমি তাহাদের উদরের অন্ন কাড়িয়া লইয়া নিজের উদর পুরিয়া রাখিয়াছ, দরিদ্রের কাতরতা তুমি কি করিয়া বুঝিবে ? কিন্তু জানিয়া রাখ, তুমি অতিকষ্টে জীবন বিনিময়ে অথবা অতি সহজে পরের মস্তকে হাত বুলাইয়া যাহা সংগ্রহ করিয়াছ, তাহাও আক্কেল সেলামীতে দু দিনেই উড়িয়া যাইবে। ভ্রাতা! ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, ঘণ্টা বাজিলে—তোমার পরিণামও যে কাঠ আগুণ, দরিদ্রেরও শেষ পরিণাম সেই গরাণ আগুণ। তবে তুমি আক্কেল সেলামীর জন্য রাখিয়া গেলে সোনা রূপা-গাড়ী-বাড়ী, সেলামী যাহারা লইল, তাহাদিগের বিলাস লালসা পুরাইবার জন্য ; আর দরিদ্র রাখিয়া গেল ভাঙা তালপাতার ছাতা, জল পড়া কুটির, আর শত ছিন্ন মলিন কৌপিন,—সেলামী যাহারা লইল, তাহাদিগের ঘৃণা ঐ উপহাসের জন্য। ভাল মানব, বল দেখি, এ দুয়ের মধ্যে বাহাদুরী কাহার ?

এখন পরের কথা ছাড়িয়া নিজের কথা বলি। দ্বারবানের কর্কশ কণ্ঠের প্রশ্নে প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, যে দেশের যে নিয়ম। দেশাচার বজায় রাখিতে মুক্তকচ্ছে নদী পারেরও ত প্রসঙ্গ প্রবাদ শুনা যায়, তবে আর চিন্তার বিষয় কি ? জানিলাম— অনুসন্ধান লইলাম,—ভবের বাজারে প্রবেশ করিতে আক্কেল সেলামী

দিতে হয়। সকলই তাহা দিয়া থাকে। আমিও যথাশক্তি আক্কেলের পূজা দিয়া বাজারে প্রবেশ করিলাম।

সিংহদ্বারের পরেই দুই ধারে দুই প্রধান বর্ত্ম। একটি পথ অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ধারে ধারে অগণ্য মণিহারীর দোকান; অপর পথ অতি প্রাচীন, অতি জীর্ণ, অতি অপরিষ্কার! শতবর্ষেও তথায় যেন লোক হাঁটে না। ধারে ধারে বড় বড় মহাজনী দোকান। দরজা তাহার প্রায়ই বন্ধ। মণিহারী দোকানের পথে দারুণ ঠেলাঠেলি, দোকানে বড় ভীড়।—মহাজনী দোকানের পথে কদাচিৎ দুই এক জন।—রুদ্ধ-দ্বারের আগড় ঠেঙাইতেছে। তাহাদিগের সকলের মধ্যে দেখিলাম, চীর কৌপিন। এখন কোন দিকে যাই? মহাজন যেন গতঃ সপন্থাঃ, কিন্তু মহাজন কাহারা? স্থির করিতে কষ্ট হইল। এই পথদ্বয়ের সংযোগ স্থলে এক অতি মনোহর উদ্যান। উদ্যান শোভা দেখিতে বলবতী বাসনা জন্মিল, প্রবেশ করিলাম। উদ্যানদ্বারে লেখা আছে,—

আনন্দ কানন।

কাননের বৃক্ষ সকল প্রায় একই রূপ, কিন্তু ফল পুষ্প সকল ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক বৃক্ষের মূলে কেয়ারীর গায়ে, লতার গ্রন্থিতে নাম লেখা, দর ছকা। সকলের মধ্যে এক অতি প্রাচীন দুরারোহ বনস্পতি নাম তাহার, সাধনা! বৃক্ষটি কণ্টকাকীর্ণ!—কত লোক উঠিতে যাইয়া কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত দেহে পতিত হইতেছে। সাধনার উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম; সাধনার পরেই তদপেক্ষাও বৃহৎ ফলপুষ্প শোভিত বৃক্ষ, নাম, সিদ্ধি! সিদ্ধি তরুর ফলপুষ্প আহরণ করিতে কোনও কষ্ট নাই; আশায় আশায় হস্ত প্রসারণ করিলাম, ফল এই ছিল এই নাই! এমন করিয়াও কি আশায় ছাই পড়ে গা? বিফল মনোরথে সাধনার পার্শ্ববর্ত্তি এক

শ্যামল শাখাপত্রবিশিষ্ট ছায়ময় বৃক্ষ দেখিলাম। তার নাম, গুণ! শাখা সকলের গাত্রে রাগরঞ্জিত বর্ণমালায় লেখা আছে, দয়া, প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, মমতা, ইত্যাদি।

এবার পাশা পাশি দুই কুঞ্জবাটিকা। একটি কুসুমকুঞ্জ, অন্যটি কণ্টকলতায় আকীর্ণ। কুসুমের সৌরভে দিক্ সকল আমোদিত! এমন কুসুম সৌগন্ধ আর কখন আঘ্রাণ লই নাই। সৌরভের সীমা নাই! সে সৌরভে তীব্রতার লেশ নাই। কুঞ্জদ্বারে লেখা, তৃপ্তি! কণ্টকবাটিকায় কুসুম নাই, কেবল কাঁটায় ভরা। এ কি কাঁটা? পাতা নাই, ফলফুল নাই, কেবলই কাঁটা। বড় বড় তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক রাশি, নাম তাহার, বাসনা। তৃপ্তি নামক কুঞ্জের মধ্যভাগে একটি অত্যুচ্চ বহুদূরব্যাপী নবীন পল্লবাবৃত বৃক্ষ। তাহার ছায়ায় বসিলে জীব আত্মহারা হইয়া বৃক্ষতলে ঘুমাইয়া পড়ে। বৃক্ষটির দিকে চাহিলেই মনে হয় যে, যেন শাখাপত্র নাড়িয়া পরিশ্রান্ত পথিককে আহ্বান করিতেছে। এ তরুর নাম, নিবৃত্তি। এইরূপ বাসনার কণ্টককুঞ্জের সন্নিধ্যে এক পুষ্পপত্রহীন পুরাতন বৃক্ষ আছে; শাখার স্থানে স্থানে ভগ্ন, কাণ্ড কীটাকুলিত, নাম প্রবৃত্তি। বুঝিলাম, নিবৃত্তির সার তৃপ্তি, বাসনার সার, প্রবৃত্তি।

তৃপ্তিকুঞ্জে নিবৃত্তিতরুর পশ্চাতে একটি সুন্দর বৃক্ষ। কোথাও কিছু নাই, কিন্তু এই বৃক্ষের শাখায় কাল অঙ্গ ঢাকিয়া কোকিল ডাকিতেছে, তরু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া তল দেশে বারিবিন্দু সকল পতিত হইতেছে, শ্যামপল্লব দর্শনে বায়ু নাচিতেছে, আনন্দের সীমা নাই, তরুর নাম, সন্তোষ। দেখি দেখি, বাসনার কুঞ্জে প্রবৃত্তির পার্শ্বে কোনও বৃক্ষ আছে কি না? আছে। গাছে পাতা নাই, বৃক্ষে ছায়া নাই, একটা শুষ্ক শাখায় বসিয়া কাতরকণ্ঠে একটা পাখী ডাকিতেছে, "ফটী—ক জল—"। সেখানকার হাওয়া যেন আগুনের হল্কা। বৃক্ষতলের বালুকায় ধান ছিটাইলে খই ফুটিয়া উঠে। বৃক্ষের নাম, অশান্তি। কাননভ্রমণে পরিশ্রান্ত হইয়া একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিলাম। বাপরে! বৃক্ষের তলদেশে ক্ষুদে পিঁপড়ের পাল!

বসিতে না বসিতে জ্বালাজনক দারুণ দংশন! তাড়াতাড়ি উঠিয়া চাহিয়া দেখি, বৃক্ষের নাম, কর্ম্ম। চট্‌কা ভাঙ্গিল। বুঝিলাম, এই ক্রিয়া জগতে আমি নিষ্ক্রিয় হইতে যাইতেছিলাম, তাই এই দারুণ দংশন জ্বালা! কাজ নাই, গাত্রোত্থান করিয়া বাজারের দোকান পাট দেখিতে চলিলাম।

চাক্‌চিক্য যে থানে—বাহ্যসৌন্দর্য্য যেথানে, মনটা সেই দিকেই চলিয়া পড়ে। মহাজনী আড়ত দেখিবার পূর্ব্বে মণিহারীর দোকান দেখিতে চলিলাম।

সম্মুখে পথিপার্শ্বে এক অতি চমৎকার নাট্যশালার ন্যায় সজ্জিত বিলাস হর্ম্ম্য, বিক্রেতা অসংখ্য। কোন বিক্রেতা মাথায় বিলাতী টুপি, গায়ে মোগলাই পিরিহান, পায়ে কটকী চটী; হাতে চীনের রুমাল, তেজী গলায় হাকিতেছে, "আয় মানুষ! দেশোদ্ধার কিনিবি আয়।" কোনও বিক্রেতা পরিধানে থানের ধুতি, পায়ে বুট, গলায় স্বর্ণ শৃঙ্খল, ক্রেতাকে আকর্ষণ করিবার জন্য হাত ছানি দিয়া বলিতেছে "আরে মূর্খ। টাকাগুলা কেন নষ্ট করিস্? অর্থের স্বার্থকতার স্বরূপ সমাজ-সংস্কার কিনিবি আয়।"* এই পুরুষরত্নের কাছা ধরিয়া টানিতেছে, দশটা বিধবা কন্যা, তিনটা নাকে শিক্‌নি ভ্রাতুষ্পুত্রী, মাথা নেড়া একটা বাপ, আর পাঁচটা খুড়া জেঠা। কোনও বিক্রেতা পরিধানে গেরুয়া, গলায় তুলসী মালা, গায়ে গেরুয়া রঙে রঞ্জিত আল খেল্লা, মাথায় টীকি; ক্রেতার চিত্তাকর্ষণার্থ খোল করতাল বাজাইয়া গগণ ভেদী রবে ভাঙ্গা গলায় ডাকিতেছে, "আরয় জীব! আজি তোরে বিনা পণে হরিনাম দিব। মহোৎসবের পাঁচ সিকা দিয়া, বিনামূল্যে ইহপর-কালের সার কলির পরিমিত একপোয়া ধর্ম্ম কিনিয়া নে।" অন্য মণিহারীর উপরে নানা ভাষায় নানা আকারের বর্ণমালায় খোদিত আছে, দেশহিতৈষীতা। দেশহিতৈষীতার পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন করিলাম, ইহার ফল? অমনি শতকণ্ঠে ধ্বণিত হইল— "যশ! মানুষ মরিয়া যায়, মরা মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে যশ, সেই যশ!" এ যশ মিলে কোথায়? তখনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আর এক

মণিহারী দেখাইয়া দিল। দেখিলাম, অতি পরিপাটী দোকান! রঙিন্ কাগজ মোড়া চাটাই দরমা, দেখিতে যেন পাথরের গাঁথুনী! নীচে উপরে ভাড়া করা সব ঝাড় লণ্টন, ভীতরে জাল ঢাকা শিমুল তুলা! কাঠের গায়ে লেখা—যশের বিপনী। কিছু কিনিতে গেলাম, বার্ত্তা-বাহিনী সহযোগিনীগণের উদর নির্গত মূল্য দিয়া কিছু যশ হস্তগত করিলাম, কোথা হইতে কালের বাতাসে শিমুল তুলা ভোঁ করিয়া উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল! মনের খেদে দেশহিতৈষীতায় ইস্তফা দিয়া অন্যদিকে চলিলাম। এবার দেখিলাম, এক লম্বা দৌড়দার দালান। দালানের খাটালে খাটালে খাঁচায় পোরা পড়া পাখী! পাখীগুলি বুলি ধরিয়াছে বেশ। লোহার দাঁড়ে বসিয়া কাল কাল দাঁড়কাকেরা তান ধরিয়া বলিতেছে "অহঞ্চ বস্থমিত্রঞ্চ উর্দ্ধগ্রীব খরস্তথা। দর্দ্দুরা জম্বুকাশ্চৈব ষড়েতে বিশ্বগায়কা। আইস, তোমাদের তানসেন বানাইয়া দি।" কোন সোনার খাচায় ছাতারে নাইটেঙ্গেল গাহিতেছে, "Come ye abrogenal broots, we will teach thy *Sanskri*, Oh, hear hear, O Worst Creation of thy un-supernatural father,—

অ উ অঃ অম্ উ অব্।" এই ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলিয়া ভাঙ্গা খাঁচায় উদ্ধপদে কোন কাব্য-কাঠ-ঠোক্‌রা বলিতেছে, "ভো জীবা! শ্রুয়তাম্ শ্রুয়তাম। ওঁ মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে ইতি মুগ্ধবোধ; নর নরৌ নরঃ, একানো কারকানী, ক্রিয়াবয়ী কারকাম্, ভদ্ধদো, ইতি প্রথমাদৌ কৌমুদী চতুষ্টয়ন্। প্রপরাপসমম্ববনিরদুরভি ইতি পানিনী; মহোসাং কি কপালঃ; এতানি ব্যকরণানি সম্পূর্ণম্। পুনঃ বাগার্থ বিধিসম্পৃক্তেতি শাকুন্তলঃ; হিমালয় নাম নগাধিরাজ ইতি কুমাবাৎ; কশ্চিৎকান্তা বিরহগুরুণা ইতি মেঘদূতে; ঝটীতি প্রবিশ গেহং মা বহিস্তিষ্টকান্তেতি আদি রস্যা। প্রভাতবাতাহতি কম্পিতাকৃতিতি ভট্টি; কিন্তে কান্তেতি মাঘঃ; তূর্ণ মানিয়তাম চূর্ণেতি, বঙ্করূচ্যা; কর্ম্মনা ক্রিয়তে রাজ্ঞো ইতি ভায়বীঃ; অনমতি পল্লবিতেন কাব্যং। অতঃপরং ষড়দশনম্। শ্রুয়তাম্ ঈশ্বরাদ্ধিদ্ধেতি পাতঞ্জল। পর্ব্বতো

বহ্নিমান ধূমাৎ ইতি স্থায়ঃ, জহলাজহলেতি বেদান্তঃ; যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেতেতি চার্ব্বাক্, পুরাণ পুরুষেতি সাংখ্যাঃ; স্বার্কনৈতি বৈষেযিকং। ইতি যড়দর্শনম্। তৎপরং জবাকুমুমসংকাশং ইতি জ্যোতিবেঃ, বদতোটকমব্ধি সকার যুতং ইতি ছন্দঃ; অষ্টবর্ষেভবেৎ গৌরী ইতি এবং ন মদ্য ভক্ষণে দোষো, এবং বিনাভস্মত্রিপুণ্ড্রেন এবঞ্চ নানাশাস্ত্র প্রবক্ষ্যামি ইতি সংহিতা; অল্পানামপি বস্তুনাং সংহতি কার্য্যসাধিকা ইতি নীতি শাস্ত্রম্। দীর্ঘকর্ণ ইতি হিতোপদেশঃ; কাক সর্প যদাহন্তীতি চাণক্যে, কর্ম্মনা প্রাকৃতকালে ইতি শ্রুতি, গর্ভপাতেঽপি শাদ্ধকর্ত্তব্যং ইতি স্মৃতিঃ; জ্ঞানাজ্ঞানং বিচারে তু ইতি নিরুক্তম্; অতপরং সর্ব্ব বিদ্যালয়ে ভূত্বা চতুর্ব্বেদাপি পঠিতবন্তং। ন অসদ্ নো সদ্ ইতি ঋগ্বেদঃ। আগচ্ছ. বিদ্যাং গৃহ্নতাম্। "আমি ত অবাক্! এ বলে কি? ভয়ে ভয়ে উপরে চাহিতে যাইতেছি, হঠাৎ আমাব পশ্চাৎ হইতে কে কাছা ধরিয়া টানিল। চাহিয়া দেখি, বুটপবা পিবিহনাবৃত অঙ্গ মুক্তকেশা সটীক এক যুবতী। দ্রুত বচনে বলিতেছে, "তোমাব কি চাই? সায়ন্স্?—ফিলজফি? ফিসিওলজী, কিসিয়াগনমী, যে[illegible]লজী, লজিক, জুলজী, জিওলজী, ফ্রেণলজী, এণ্টলজী, হায়রোগ্রাফী? বল না, কি শিখিবে তুমি? তিনদিন মাত্র সময। একেবারে ওস্তাদ বানাইযা দিব।" ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "মা, গরীবকে তুমি ত্যাগ কর।" বিরক্তির ভ্রূকুটীতে ধাকা দিয়া বলিলেন "দূর কালামুখো! তোদেব উন্নতি এখনও সুদূবপরাহত।" আর তথায় তিলমাত্র না তিষ্ঠিয়া বেগে শ্রীহবি। যাইবাব সময় পড়িয়া দেখিলাম, লেখা আছে, বিদ্যা-মন্দির। বিদ্যামন্দিরে এ অবিদ্যার নৃত্য কেন?

বিদ্যার হুতাশে ছুটিতে ছুটিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। কত ছোট বড় মণিহারীর দিকে ফিরিয়া চাহিতেও অবকাশ পাই নাই। সহসা ভেঁপু রবে চমক ভাঙ্গিল। দেখিলাম, একটা মাঝারী ধবণের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া জনকয়েক লোক ভেঁপু বাজাইতেছে। বাজন্দারদের শিরোস্ত্রাণে লেখা আছে,জ্ঞানাৎ পরতরং নহি। বাড়ীর

উপরে ফাযারওয়ার্কসের চূড়ান্ত নিদর্শন ছায়াবাজীতে লেখা, জ্ঞান-শালা। জ্ঞানের সম্পূর্ণই অভাব। একটু জ্ঞানলাভ করিবার জন্য জ্ঞান-শালার সম্মুখদ্বারে দর্শন দিলাম। জ্ঞান-শালার ভিতর অনেক ছোট ছোট শালা। সেই সব শালার উপরকার পর্দ্দায় নানা রকম লেখা। পড়িয়া দেখিলাম, লেখা আছে,——

১। স্বার্থাৎ নাস্তি পরাজ্ঞানং অর্থাৎ নাস্তি পরা গতিঃ।
তস্মাৎ স্বার্থার্থ চিন্তাস্যাৎ নির্ব্বাণং অধিগচ্ছতি॥

২। অহং জ্ঞানং পরাধর্ম্মং সধর্ম্মং অতি দূষণম।
বিধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ স্বীয় ধর্ম্ম ভয়াবহ॥

৩। মুক্তি মিচ্ছসি নরেন্দ্র বিষয়ান্ সুধাবত্তজ।
ক্ষমার্জ্জব দয়াতোষং সত্যং বিষবত্যজ॥

৪। হিংসাহি পরমো ধর্ম্মো পরশ্রীকাতরোঽপি চ।
বিশুদ্ধবাসনা যস্য তস্য সিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ॥

৫। শরীরং স্বর্গ নরকৌ বন্ধমোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনা মাত্র মেবৈতৎ ইদং বিদ্ধি ক্রিয়াং কুরু॥

৬। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং দুঃখং স্বপ্নবৎ বিদ্ধি নিশ্চিতং।
যেন তেন প্রকারেণ আত্মসুখে সুখী ভব॥

৭। আলস্যং পরমং পুণ্যং দ্বিতীয়ঞ্চ প্রকথনং।
অঙ্গুষ্ঠ দর্শনে চাপি নির্ব্বাণং মধিগচ্ছতি॥

৮। কালকূট সমং জ্ঞেয়ং পিতৃবাক্যং কুভাষিতং।
বিশ্বাসনৈব কর্ত্তব্যং মাতৃষু আত্মীয়স্য চ॥

৯। চৌর্য্যকর্ম্মরতা যে চ তে শ্রেষ্ঠা শাস্ত্রসম্মতাঃ।
চুরীদারী পরোধর্ম্মঃ ন ভূত ন ভবিষ্যতি॥

১০। কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোয়ং মহীতলে।
সেলাম কুর্ণিস্ং কৃত্বাং স্বীয় বিত্ত বিবর্দ্ধয়েৎ॥

১১। ভৃত্যভাবে শ্রেয়রপি মরণং কিং জীবিতং স্বাধীনে।
ঘুলীকীলে বরমপি রোদনং কিং সহাস্য বদনে॥

সমুপবাসে দাসব্রতধারণং কিং ফলং বা ভোজনে।
আহা উহু বরমপি মোদনং কিং করোমি শয়নে॥
ভূমে লটাপট্ পটাপট্ বিনামা তাও সহিব আবামে।
হারাম্‌জাদ্‌কী তবুনাহি ছোড়ামী—কিং করে কীল গর্দ্দানে॥

১২। অসারে খলু সংসারে সার মেতচ্চতুষ্টয়ঃ ;
স্ত্রীমদ্য পরনিন্দায়াং—গৌরাঙ্গপাদ শেবনম্॥

১৩। মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং অকর্ম্মিনাং।
মনস্যন্যদ্বচস্যন্যৎ কর্ম্মভিন্ন মহাত্মনাং॥

এমন শত শত জ্ঞানোপদেশ। উপদেশ লাভ করিয়া—তথা হইতে প্রস্থান! অন্যত্র দেখিলাম,একখানি পবম মনোজ্ঞ চিত্রপট! জগতের আনন্দও সৌন্দর্য্যরাশিতে যেন চিত্রপটখানি রঞ্জিত! চিত্রপটের সাজ সবঞ্জাম ছিন্ন বসন, মাটির পাত্রে রং আর পশু-রোমের তুলি, দেখিতে যেন জীবন্ত! এ চিত্রপটও তদ্রূপ। বিক্রেতা—পৃথক্ ব্যক্তি নহে, নিজেই বিক্রেয়, নিজেই বিক্রেত্রী। বিক্রেয় রূপ। শত শত চিত্রপট শত শত চিত্রপটে শত শত প্রকার চিত্র।—ঐ সব চিত্রপটেবা স্ব স্ব রূপেব পসবা খুলিয়া ক্রেতা ডাকিতেছে, আপনার চটুল নয়নে আবিল্যময় কটাক্ষ কবিয়া—বিলাসিনীরা ডাকিতেছে—"আয় রে আয়, রূপের আগুনে পুড়বি কে, আয় তোরা।" রূপজমোহ প্রাপ্ত অনেক পতঙ্গ সেই আগুনে আত্ম সমর্পণ করিল, দেখিলাম। যন্ত্রণায় প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি—তথাপি মুখে কষ্টের কাষ্ঠ হাসি। বেচারাদিগের যন্ত্রণা দেখিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিতে যাইব, সহসা কালেব ঘণ্টায় ধ্বনি হইল। ফিবিয়া দেখি, কোথায় বা সেই মণিহারী দোকান, কোথাই বা সেই চিত্রপট, আর কোথায় বা সেই সব মনোমোহিনী। আমি একবাবে যেন এক ভূষীমালের পটীতে আসিয়া পড়িয়াছি। পটীটা ধুলামাটিতে পূর্ণ—দারুণ সব হট্টগোল।

রো প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করিয়া থাকে। এই ক্রিয়া দুই প্রকারে য়। এক মিডিয়মের হস্তে লেখনী সংযোগে, অপর ভৌতিক-লিখনযন্ত্র (Planchette) দ্বারা।

পরিবর্ত্তিনী-লিখন (Polygraphy.) যে কোনও লিখন পরিবর্ত্তিত য়া মৃতব্যক্তির অনুরূপতা লাভ করে।

অজ্ঞাত-ভাষ।—(Polyglot.) মোহিষ্ণু যে ভাষা জানেনা, সেই ই ভাষায় কথা বলে বা লিখে।

মূর্খলিপি (Illitarate.) যাহারা লিখিতে পড়িতে জানেনা, এতদ্বারা তারা লিখিকে ও পড়িতে পারে। জেনিভা নিবাসিনী বিবি বন্দি কয়াস জলে নানাবিধ লিখিত লিপিদর্শনে নিজে লেখা পড়া না জানি- াও পড়িতে থাকেন। এই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে একজন বিখ্যাত ণ্ডিত তৎপর দিন ঐ সময় সভায় উপস্থিত হইয়া লিখিয়া লন। বিবি ব লিখিত লিপি পড়িয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

অজ্ঞাত-ত্যাভ্যাস। (Historical) যে সব ঘটনা জানা নাই; তাহা ্পনা হইতে প্রবন্ধে সংন্যস্ত হইয়া যায়। সর্ব্বজন পরিচিত (Life of eanne Dare, miscalled joan of arc, containing numerous ferences to ancient manuscripts not known to historians) াড়শ বর্ষিয়া বীরবালাব লিখিত "যোয়ান অপ অর্কের" জীবনী এইরূপ ণালীতে লিখিত ইহাব অনেক প্রমাণ অল্প দিন শিক্ষিত লোকের ান গোচরে আসিয়াছে এবং অনেক প্রমাণ আজিও আবিষ্কারই হয় ই।

ইতর জন্তুদিগকে মুগ্ধ ও মিডিয়ম করা যায় কি না, এ সম্বন্ধে কানও সভায় (Dessertation on the question of medianinity of animals, dictated spotaneously after discussion of he subject at a meeting of the Parsian Society of Psychologic Studies) তর্কবিতর্ক হওয়ায় একটি মুক্তাত্মা (Erastes) আসিয়া লে, "টেবল, চেয়ার, পিয়ানো প্রভৃতি যেমন ভাবে মুগ্ধ ও মিডিয়ম য়, জন্তুগণও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ইহার অধিক হইতে পারে না।

জন্তু সকলকে মুগ্ধ করিয়া যদৃচ্ছা চালিত, অনুগত ও বশীভূত তাহাদিগের ক্ষমতায়ত্ত করিয়া কার্য্য করাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

ভূতাবেশ (Obsession) মানব যেমন কোনও এক বিষয় অবল অধঃপাতে যায়, বন্ধুবান্ধবের কথা শুনিয়াও শুনে না; তদ্রূপ কোন ব্যক্তি হীনমুক্তাত্মা দ্বারা এরূপ ভাবে আবিষ্ট হয় যে, তাহার আর সতের দিকে লক্ষ্য থাকে না। উচ্চ মুক্তাত্মার আদেশে এই সকল দুর্দ্দৈব নষ্ট হয়।

ফরাসী দেশীয় প্রত্যক্ষ ভূততত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত কার্ডেক তাঁহার মধ্যস্থ পুস্তকের (The medium's Book) পরিশিষ্টে দেবকল্প মহাত্মাগণের মুক্তাত্মা দ্বারা যে সকল ধর্ম্মতত্ত্বের আভাস পাইয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা যেন ঐ পুস্তক খানি একবার পাঠ করিয়া দেখেন। তাহার সকল প্রমাণই যুক্তি বিজ্ঞান সম্মত।

সম্পূর্ণ।